সংবাদ

তারিখ ... 26 AUG 2015
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪

বিশ্বব্যাংকের শর্ত মানছে না মুদ্রাকররা

বিনামূল্যের বই ছাপা নিয়ে বিপাকে এনসিটিবি

রাকিব উদ্দিন

দরপত্র আহ্বানের বাইরে বিশ্বব্যাংক কিছু শর্ত আরোপের কারণে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণ নিয়ে উভয় সংকটে পড়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। বিশ্বব্যাংকের কোন শর্তই মানতে রাজি নয় দেশের মুদ্রাকররা। শর্ত মানার প্রতিশ্রুতি না পেলে বই মুদ্রণের প্রাথমিক স্বীকৃতি (এনওএ) দিতেও নারাজ আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানটি। এতে বিপাকে পড়েছে সরকার। এনসিটিবি বিশ্বব্যাংককেও অর্থ ছাড়ে রাজি করাতে পারছে না, আবার মুদ্রাকরদের কার্যাদেশও দিতে পারছে না। এনসিটিবি বুধবার মুদ্রাকরদের বই মুদ্রণের এনওএ দিতে চাইলে মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতারা তা নিতে অস্বীকৃতি জানায়।

এ বিষয়ে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র পাল গতকাল সংবাদকে বলেন, 'আমরা গভীর সংকটে আছি। বিশ্বব্যাংক মানসম্মত বই মুদ্রণের গ্যারান্টি না পেলে বই ছাপতে রাজি নয়। আবার নতুন করে জুড়ে দেয়া শর্ত মেনে কার্যাদেশ নিতে আগ্রহী নয় প্রিন্টার্সরা (মুদ্রাকররা)। তারা গতকাল আমাদের জানিয়েছে নতুন শর্ত মেনে তারা বই ছাপবে না। এই পরিস্থিতিতে সময়ও দ্রুত চলে যাচ্ছে।'

চেয়ারম্যান বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে মাননীয় দুই মন্ত্রীকেই (শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী) বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মতামতও নিতে হতে পারে।'

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণের মোট ব্যয়ের সাড়ে ৯ শতাংশ অর্থ দিয়ে থাকে বিশ্বব্যাংক। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের (পিইডিপি-৩) অধীনে এই অর্থ ছাড় করে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী সংস্থাটি।

জানা গেছে, সময় যতই ঘনিয়ে আসছে

বিশ্বব্যাংকের শর্ত

মুদ্রাকরদের ব্যাংক-গ্যারান্টি ১০ শতাংশের স্থলে ১৫ শতাংশ ও মান নিশ্চিতের পর বিল ছাড়

বিনামূল্যের পাঠ্যবই মুদ্রণ নিয়ে সংকট আরও ঘণীভূত হচ্ছে। সময়মতো প্রাথমিক স্তরের মানসম্মত বই মুদ্রণ নিয়ে বিশ্বব্যাংক, এনসিটিবি ও মুদ্রাকররা একে অন্যকে নানা শর্তজুড়ে দিচ্ছে। সমন্বিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে না। এতে ২০১৬ সালের শুরুতে দেশব্যাপী বই বিতরণ অনেকটাই অনিশ্চিত। তবে মাধ্যমিক স্তরের বই মুদ্রণ ও সরবরাহের কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে।

বিশ্বব্যাংক বলছে, অবিশ্বাস্য কমদামে স্থানীয় বিডাররা (দরদাতা প্রতিষ্ঠান) কাজ পেয়েছে। এতে বইয়ের কাগজ-কালি ও বাঁধাই নিম্নমানের হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। এজন্য পুনঃদরপত্র অথবা তীক্ষ্ণ মনিটরিং নিশ্চিতের শর্ত দিয়েছে দাতা সংস্থাটি। পাশাপাশি মুদ্রাকরদের ব্যাংক গ্যারান্টি ১০ শতাংশের স্থলে ১৫ শতাংশ এবং বইয়ের মান নিশ্চিতের পরই বিল ছাড় করার শর্ত দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক। আর এনসিটিবি বলছে- সময় কম, তাই পুনঃদরপত্র সম্ভব নয়। মনিটরিং জোরালো করা হবে।

কিন্তু মুদ্রাকররা বলছেন, দরপত্রের শর্তের বাইরে নতুন কোন শর্তজুড়ে দেয়া হলে বই ছাপবে না কোন মুদ্রণ-শিল্প প্রতিষ্ঠান। প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর বই ছাপা ও সরবরাহে বিলম্ব হলে এর দায়দায়িত্ব বিশ্বব্যাংক কিংবা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) নিতে হবে।

বিশ্বব্যাংকের শর্ত মেনে কাজ করবেন কী না জানতে চাইলে মুদ্রণ শিল্প সমিতির সাবেক সভাপতি তোফায়েল খান সংবাদকে বলেন, 'আমরা বিশ্বব্যাংককে চিনি না, জানি না। তাদের কোন শর্ত মানার প্রশ্নই আসে না। কারণ আমরা বই ছাপায় এনসিটিবির। তারা শর্ত যা দেয়ার তা দরপত্র আহ্বানের আগেই দিয়েছে। নতুন করে শর্ত আরোপের কোন সুযোগ নেই।'

২০১৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাথমিক, প্রাক-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর মিলিয়ে প্রায় ৩৫ কোটি পাঠ্যবই ছাপা হবে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্রে প্রাথমিক স্তরের মোট বই ছাপা হবে প্রায় সাড়ে ১১ কোটি। আর মাধ্যমিকের বই ছাপা হয় স্থানীয় দরপত্রে।

সময় ফুরিয়ে যাওয়ায় উৎকণ্ঠায় এনসিটিবি : এনসিটিবি গত বছর মুদ্রাকরদের বই ছাপার প্রাথমিক সম্মতি 'নোটিফিকেশন অফ অ্যাওয়ার্ড) জানিয়েছিল ২০ জুলাই। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের কিছু অযাচিত শর্তের কারণে গতকাল ২৫ আগস্ট পর্যন্ত ওই

বিনামূল্যের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

বিনামূল্যের : বই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সম্মতিপত্র দেয়া সম্ভব হয়নি মুদ্রাকরদের। এনসিটিবির নিয়মানুযায়ী ওই চিঠি পাওয়ার দিন থেকে ১২০ দিনের মধ্যে চার মাসের মধ্যে সব বই ছেপে উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ করতে হয় মুদ্রাকরদের।

এ বিষয়ে এনসিটিবি চেয়ারম্যান বলেন, 'আমরা এখন দুই মন্ত্রণালয়ের (শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা) সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি।'

এই সপ্তাহে বই ছাপার সম্মতিপত্র দেয়া হলে নির্ধারিত সময়ে সব বই ছাপা সম্ভব হবে কী না জানতে চাইলে তোফায়েল খান বলেন, 'এখন পর্যন্ত যে বিলম্ব হয়েছে, জটিলতা বেঁধেছে তার জন্য সরকারই দায়ী। এরপরও এই সপ্তাহে সম্মতিপত্র দেয়া হলেও জাতীয় স্বার্থে দিনরাত পরিশ্রম করে যথাসময়ে বই দেয়ার চেষ্টা করব আমরা।'

সাশ্রয় মূল্যে বই ছাপা : এনসিটিবি জানায়, ৩৫ কোটি বই ছাপতে এবার প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ৭৭৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রাথমিকের বইয়ের জন্য ২৯২ কোটি টাকা, প্রাক-প্রাথমিকের জন্য ৩৮ কোটি এবং মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের জন্য ৪৪৩ কোটি টাকা ধরে দরপত্র আহ্বান করা হয়। দরপত্র তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ হওয়ায় বিগত কয়েক বছরের ন্যায় এবারও প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে কম খরচে বই ছাপার সুযোগ পায় সরকার।

তবে আপত্তি কেবল প্রাথমিকের বই নিয়ে। প্রাথমিকের সাড়ে ১১ কোটি বই ছাপার জন্য ৩৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলন ব্যয় ধরা হয়। কিন্তু দেশীয় মুদ্রাকররা ২২১ কোটি টাকায় এ কাজ পেয়েছে। এতে সরকারের প্রায় ১০৯ কোটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে। দেশের মোট ২২টি ছাপাখানা এবার প্রাথমিকের বই মুদ্রণের কাজ পেয়েছে।

প্রাথমিক স্তরের বই ছাপতে গত ২৯ এপ্রিল দরপত্র আহ্বান করা হয়। এতে দেশি-বিদেশি প্রায় আট'শ প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। কিন্তু ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক দরপত্রে বই মুদ্রণের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর এবারই প্রথম বিদেশি কোন প্রতিষ্ঠান বই ছাপার কাজ পায়নি।

কম খরচে বই ছাপার বিষয়ে জানতে চাইলে দেশীয় একজন মুদ্রাকর সংবাদকে বলেন, 'বিদেশি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে মাত্র ৩ শতাংশ টাকায় আমি প্রায় তিন কোটি বইয়ের কাজ পেয়েছি। স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের কিছু সুবিধা পাচ্ছি। কিন্তু বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বই ছাপতে খরচ অনেক বেশি পড়ে। তাদের নতুন অফিস নিতে হয়, বারবার বাংলাদেশে যাতায়াত করতে হয়, এজেন্ট নিয়োগ করতে হয়। বই পরিবহনেও তাদের বেশি খরচ হয়।'

এনসিটিবির একজন সদস্য সংবাদকে বলেন, 'আমরা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করব- প্রাথমিকের বই ছাপতে ১০৯ কোটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে, তা দিয়ে যেন দেশের ছিটমহল এলাকায় চারটি সরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।'